বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

রাজস্ব আদায়ঃ প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

নভেম্বর, ২০১৫

মোট রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার	বিভিন্ন প্রকার কর আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার
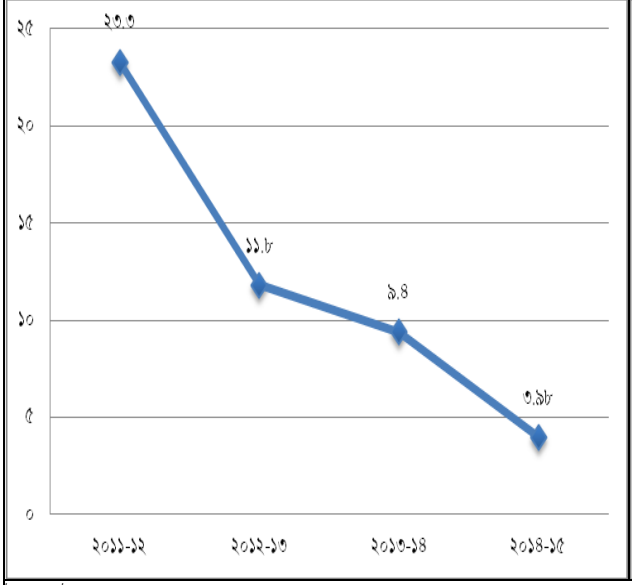	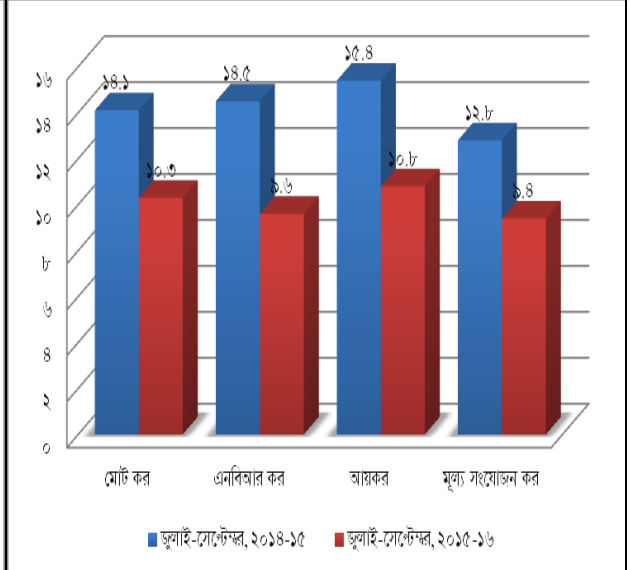

উৎস: উন্নয়ন অন্বেষণ, *রাজস্ব আদায়ঃ প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১১, নভেম্বর ২০১৫ ।

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ'এর মাসিক প্রকাশনা 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' ২০১৫ এর নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে যে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে রাজস্ব আদায়ে ক্রমহ্রাসমান প্রবৃদ্ধির হারের পাশাপাশি অর্থনীতিতে সামর্থ্য অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের যোগানকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে ।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাসমান । যেখানে ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার ২৩.৩ শতাংশ ছিল, সেখানে তা পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে কমে গিয়ে ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যথাক্রমে ১১.৮, ৯.৪ ও ৩.৯৮ শতাংশে দাঁড়ায় ।

দেশে রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর ২২ শতাংশ পর্যন্ত হলেও বস্তুত রাজস্ব আদায়ের পরিমান ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যথাক্রমে ১০.৮৯, ১১.৬৫, ১১.৬৬ ও ১২.০৯ শতাংশ হয়েছে । অর্থাৎ গত চার অর্থবছরে জিডিপি'র অনুপাতে গড় রাজস্ব আদায়ের পরিমান ১১.৫৭ শতাংশে দাঁড়ায় যেখানে একই সময়ে গড় রাজস্ব আদায়ের পরিমান ভারতে ১৯.৪ শতাংশ, নেপালে ১৮.৯ শতাংশ, পাকিস্তানে ১৩.৭ শতাংশ এবং শ্রীলংকায় ১৩.৪ শতাংশ ।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানের ভিত্তেতে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে বর্তমান অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ২০৮৪.৪৩ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমান ৫৪৪.০৮ বিলিয়ন টাকা হয়েছে । বিগত অর্থবছরগুলোতে রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে ৩৭৫.৯১ বিলিয়ন টাকা ঘাটতির পূর্বাভাস দেয় ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৮ শতাংশ পয়েন্ট কমে গিয়েছে উল্লেখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৪.১ শতাংশ ছিল যেখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে তা ১০.৩ শতাংশে দাঁড়ায় ।

মোট কর রাজস্ব এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার ২০১১-১২ অর্থবছরে ২০.১৬ শতাংশ, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১২.৮২ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭.৮৩ শতাংশ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১১.২৫ অর্থবছরে শতাংশ হয়, যেখানে একই সময়ে নন-এনবিআর কর আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৯.৩৩ শতাংশ, ১৩.৪৩ শতাংশ, ১১.৮৪ শতাংশ ও ৪.৬৪ শতাংশ হয় ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এনবিআর কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৯ শতাংশ পয়েন্ট কমে গিয়েছে উল্লেখ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এনবিআর কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৪.৫ শতাংশ ছিল যেখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে তা ৯.৬ শতাংশে দাঁড়ায় ।

আয়কর আদায়ে অসন্তোষজনক দক্ষতার দিকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলে যে জাতীয় বাজেটে আয়কর থেকে সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের কথা বলা হয়ে থাকলেও ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে আয়কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৬ শতাংশ পয়েন্ট কমে গিয়েছে । ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে আয়কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৫.৪ শতাংশ ছিল যেখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে তা ১০.৮ শতাংশে দাঁড়ায় ।

মূল্য সংযোজন কর আদায়ের পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে মূল্য সংযোজন কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৪ শতাংশ পয়েন্ট কমে গিয়েছে । ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে মূল্য সংযোজন কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১২.৮ শতাংশ ছিল যেখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে তা ৯.৪ শতাংশে দাঁড়ায় ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে নন-এনবিআর কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৬ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে নন-এনবিআর কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি ৪.৭ শতাংশ ছিল যেখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে তা ২১.৩ শতাংশে দাঁড়ায় ।

বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকার কর্তৃক দেশীয় ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের ফলে প্রদেয় সুদের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই মাসে প্রদেয় সুদের পরিমান ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই মাসের তুলনায় ১১.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই মাসের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাইয়ে প্রদেয় সুদের পরিমান ৩০.৮৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল । অধিক প্রদেয় সুদ অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি করে যা সরকারের উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে দেয় বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মন্তব্য করে ।

কর প্রশাসনকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার তাগিদ দিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' নতুন করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের কর প্রদানের বিনিময়ে সরকার কর্তৃক দেশে সামাজিক পরিসেবা প্রদান নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা জনগণকে স্বেচ্ছায় কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করবে ।